সংবাদ

তারিখ ...20/10/84 ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম...2 ...



# বাড়ী ভাড়া সিলিং ও বাড়ীর নির্ধারিত আয়তনের মধ্যে সঙ্গতি না থাকায়—

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের জন্য বাড়ী ভাড়ার সিলিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন ভাড়াটে বাড়ীর আয়তন নির্ধারণ করে দেয়ায় কার্যক্ষেত্রে দ্বিমুখী দুর্নীতি জন্ম নিয়েছে।

বাড়ী ভাড়ার যে সিলিং ও বাড়ীর যে আয়তন ধার্য করা হয়েছে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে সেই সিলিং-এ নির্ধারিত আয়তনের বাড়ী ঢাকা শহরের কোথাও পাওয়া যায় না। ফলে বাড়ী ভাড়ার সিলিং আদায় করার জন্য বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে জানা যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩৫০ টাকা বা তার বেশী বেতন স্কেলের সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীরা সর্বাধিক ২ হাজার ২শ' টাকা, ১৫০০ টাকা থেকে ২৩৪৯ টাকা বেতন স্কেলের কর্মচারীরা ১ হাজার ৭শ' টাকা, ১১৫০ টাকা থেকে ১৪৯৯ টাকা বেতন স্কেলের কর্মচারীরা ১ হাজার ৩শ' ৫০ টাকা, ৮৫০ টাকা থেকে ১১৪৯ টাকা বেতন

(৭-এর পাতায় দেখুন)

# বাড়ী ভাড়া সিলিং

( ১ম পাতার পর )

স্কেলের কর্মচারীরা ৮শ' টাকা ৫৮৫ টাকা থেকে ৮৪৯ টাকা বেতন স্কেলের কর্মচারীরা ৫শ' টাকা, ৪১৫ টাকা থেকে ৫৮৪ টাকা বেতন স্কেলের কর্মচারীরা ৩শ' ৫০ টাকা এবং ২৭৫ টাকা থেকে ৪১৪ টাকা পর্যন্ত বেতন স্কেলের কর্মচারীরা ২৫০ টাকা বাড়ী ভাড়ার সিলিং পাবার যোগ্য। তবে কেউই মূল বেতনের বেশী বাড়ী ভাড়ার সিলিং পাবেন না। উক্ত হারে বাড়ী ভাড়ার সিলিং আদায় করতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্ধারিত আয়তনের বাড়ী ভাড়া করতে হবে। অর্থ বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী ২২০০ টাকা বাড়ী ভাড়ার সিলিং পাবার যোগ্য কর্মচারীকে কমপক্ষে ১৬০০ বর্গফুট, ১৭০০ টাকা সিলিং পাবার যোগ্য কর্মচারীকে ১৪০০ বর্গফুট, ১৩৫০ টাকা সিলিংয়ের কর্মচারীকে ১১০০ বর্গফুট, ৮০০ টাকা সিলিংয়ের কর্মচারীকে ৬০০ বর্গফুট, ৫০০ টাকা সিলিংয়ের কর্মচারীকে ৪০০ বর্গফুট, ৩৫০ টাকা সিলিংয়ের কর্মচারীকে ২৫৯ বর্গফুট এবং ২৫০ টাকা সিলিংয়ের কর্মচারীকে ১৫০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট বাড়ী ভাড়া করতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে এস্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের পক্ষে সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিকদের সাথে চুক্তি করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমে বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করা হয়।

নিয়ম অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার সিলিং গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীর জন্য উপযুক্ত বাড়ী খুঁজে দেয়ার দায়িত্ব এস্টেট ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু এস্টেট ডিপার্টমেন্ট সে দায়িত্ব পালন করে না। যার দরকার তাকেই বাড়ী খুঁজে এস্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হয়। এরপর এস্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা ভাড়ার সিলিংয়ের সাথে বাড়ীর আয়তন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা তদন্ত ক'রে দেখেন এবং উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে বাড়ীর মালিকের সাথে চুক্তি করেন। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের জন্যও একই ধরনের নিয়ম চালু আছে। কিন্তু সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের জন্য বাড়ী ভাড়ার যে সিলিং নির্ধারিত আছে, তাতে নির্ধারিত আয়তনের বাড়ী ঢাকা শহরের কোথাও পাওয়া যায় না। যেহেতু সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের তুলনায় সরকারী বাসস্থান খুবই কম, সেহেতু এদের অধিকাংশকেই বেসরকারী বাড়ী ভাড়া করে থাকতে হয়। এজন্যই বাড়ী ভাড়ার সিলিং আদায় করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বাড়ীর মালিক এবং এস্টেট ডিপার্টমেন্ট অথবা সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নানাভাবে 'ম্যানেজ' করতে হয়। যাঁদের 'আয় রোজগার' ভাল তারা নির্ধারিত আয়তনের বাড়ী বেশী টাকায় ভাড়া করে বাড়ীর মালিকের সাথে কম টাকার চুক্তি করেন। পক্ষান্তরে যারা পকেট থেকে বাড়তি ভাড়া যোগাতে পারেন না তারা এস্টেট ডিপার্টমেন্টকে ধরাধরি করে ছোট আয়তনের বাড়ীকেই নির্ধারিত আয়তনের বলে দেখিয়ে নিয়ম রক্ষা করেন। ইদানীং অবশ্য কোন কোন সংস্থা বাড়ী ভাড়ার সিলিংয়ের টাকা বেতনের সাথে দিয়ে দিতে শুরু করেছে বলে জানা যায়। এতে অন্তত: মিথ্যাচারের প্রয়োজনটা বন্ধ হয়েছে।

**এক যাত্রায় পৃথক ফল**

যে সব দম্পতি সরকারী চাকরি করেন তারা দু'জনে সরকারী বাড়ী, বাড়ী ভাড়া ভাতা এবং বাড়ী ভাড়ার সিলিং পান না। যাদের নামে বাড়ী বরাদ্দ করা হয় বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ তাদের মূল বেতনের সাড়ে ৭ ভাগ হারে কেটে নেয়া হয়। যদি সরকারী চাকরিরত স্বামীর নামে বাড়ী বরাদ্দ হয় তাহলে স্ত্রী এবং স্ত্রীর নামে বাড়ী বরাদ্দ হলে স্বামী বাড়ী ভাড়া ভাতা পান না। কিন্তু যে সব দম্পতি সরকারী চাকরি করেন এবং নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন তাদের কিন্তু ৬০ শতাংশ হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা দেয়া হয়।

যে সব কর্মচারী সরকারী বাড়ীতে থাকেন, সংশ্লিষ্ট বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ তাদের মূল বেতন থেকে সাড়ে ৭ শতাংশ হারে কেটে রাখা হয়। কিন্তু যে সব সরকারী কর্মচারী বাড়ী ভাড়ার সিলিংয়ের বিনিময়ে বেসরকারী বাড়ীতে বসবাস করেন, তাদের বেতন থেকেও সাড়ে ৭ শতাংশ হারে কেটে রাখা হয়। সরকারী বাড়ী যেহেতু সরকারী খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, সেহেতু সরকারী বাড়ীতে বসবাসরত কর্মচারীদের বেতন থেকে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কেটে নেয়ার একটা যুক্তি থাকতে পারে; কিন্তু বেসরকারী বাড়ী যেহেতু সরকারকে মেরামত করতে হয় না, যেহেতু এ ধরনের বাড়ীতে বসবাসরত সরকারী কর্মচারীদের বেতন থেকে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কেটে নেয়ার কারণ বোধগম্য নয়।

বাড়ী ভাড়ার সিলিংপ্রাপ্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের বেতন থেকেও সাড়ে ৭ শতাংশ হারে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কাটা হতো। কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কাটা কিছুদিন আগে থেকে বন্ধ করা হয়েছে।